যুগান্তর

তারিখ NOV. 09 2006
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

নতুন প্রশ্নপত্রে মেডিকেলে ভর্তি পরীক্ষা ১৭ নভেম্বর

জরুরি বৈঠকে স্বাস্থ্য উপদেষ্টার নির্দেশ

মনিরুজ্জামান উজ্জ্বল

সারাদেশে সরকারি ১৪টি মেডিকেল কলেজের ভর্তি পরীক্ষা আগামীকাল হচ্ছে না। প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার খবরে পরীক্ষার তারিখ পিছিয়ে গেছে। এক সপ্তাহ পিছিয়ে পরীক্ষার নতুন তারিখ হয়েছে আগামী ১৭ নভেম্বর। বুধবার স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এক জরুরি বৈঠকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের স্বাস্থ্য উপদেষ্টা অধ্যাপিকা সুফিয়া রহমান পরীক্ষার তারিখ পেছানোর নির্দেশ দেন। আগের কমিটির তৈরি প্রশ্নপত্র বাতিল করে নতুনভাবে প্রশ্নপত্র তৈরির জন্য ৫ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির সদস্যদের নাম-পরিচয়ের ব্যাপারে এবার কঠোর গোপনীয়তা রক্ষার নির্দেশ দেয়া হয়। স্বাস্থ্য অধিদফতরের পরিচালক মেডিকেল এডুকেশন প্রফেসর ডা. খন্দকার মোঃ শেফায়েতউল্লাহ এ খবরের সত্যতা স্বীকার করে বলেছেন, সার্বিকভাবে পরীক্ষা গ্রহণের প্রস্তুতি সম্পন্ন না হওয়ায় পরীক্ষা এক সপ্তাহ পিছিয়ে গেছে। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়টি তিনি অস্বীকার করেন। দেশের ১৪টি সরকারি মেডিকেল কলেজের ২০৬০টি আসনে প্রায় ২৪ হাজার ছাত্রছাত্রী এবার অংশ নেবে।

প্রশ্নপত্র ফাঁসের সংবাদে যে হাজার হাজার সাধারণ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে হতাশার সৃষ্টি হয়েছিল, পরীক্ষার তারিখ পিছিয়ে যাওয়া ও নতুন করে তৈরি প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার সংবাদে তারা এখন আশ্বস্ত হয়েছে। অসংখ্য ছাত্রছাত্রী যুগান্তর অফিসে টেলিফোন করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের স্বাস্থ্য উপদেষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। মেডিকেল : পৃষ্ঠা ৯ : কলাম ৬

মেডিকেল : ভর্তি পরীক্ষা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

লাখ লাখ টাকা খরচ করে যারা প্রশ্নপত্র কিনেছিল তাদের মধ্যে এখন হতাশা বিরাজ করছে।

৩ নভেম্বর দৈনিক যুগান্তরে মেডিকেল কলেজে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস শীর্ষক এক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। ওই প্রতিবেদনে বিদায়ী সরকারের সমর্থিত ডক্টরস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ড্যাব) প্রভাবশালী ডাক্তার নেতাদের মাধ্যমে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়া, প্রশ্নপত্র তৈরির সঙ্গে তাদের জড়িত থাকা, লাখ লাখ টাকার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের কাছে প্রশ্নপত্র বিক্রির চাঞ্চল্যকর তথ্য তুলে ধরা হয়।

ওই প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতেই বুধবার স্বাস্থ্য উপদেষ্টা অধ্যাপিকা সুফিয়া রহমান স্বাস্থ্য অধিদফতরের সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত মহাপরিচালক ডা. শাহজাহান বিশ্বাস ও পরিচালক মেডিকেল এডুকেশন ডা. খন্দকার মোঃ শেফায়েতউল্লাহকে ডেকে আনেন। পরীক্ষার সঙ্গে জড়িত অন্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদেরও তিনি ডেকে এনে জরুরি সভা করেন। সভায় উপস্থিত নির্ভরযোগ্য এক সূত্রে জানা গেছে, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার প্রতিবেদন সম্পর্কে স্বাস্থ্য উপদেষ্টা পরিচালক মেডিকেল এডুকেশনের কাছে জানতে চান। জবাবে তিনি পরীক্ষায় সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা আনার পক্ষপাতী বলে জানান। সভায় উপস্থিত অধিকাংশ কর্মকর্তাই নতুন করে প্রশ্নপত্র তৈরির পক্ষে তাদের মতামত ব্যক্ত করেন।

এ বছর ২০৬০টি আসনে পরীক্ষার জন্য ২৪ হাজার ১৮০ জন ছাত্রছাত্রী আবেদনপত্র জমা দিয়েছে। গত বছর ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিল ১৯ হাজার ছাত্রছাত্রী। এ বছর একাডেমিক সেশন ২০০৭ সালের জুলাইয়ের বদলে জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। আর তা হলে, ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাজীবন ৬ মাস এগিয়ে যাবে।

২৪ হাজার ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ৩ হাজার ৮৯৩, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজে ২ হাজার ৫০৪, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে ২ হাজার ৪২৪, বেগম খালেদা জিয়া মেডিকেল কলেজে ৩ হাজার ৯১১, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে ১ হাজার ৪০৩, রাজশাহী মেডিকেল কলেজে ২ হাজার ১৬৮, রংপুর মেডিকেল কলেজে ১ হাজার ৬৫৫, সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজে ৯৪৮, বরিশাল মেডিকেল কলেজে ৮৫৯, খুলনা মেডিকেল কলেজে ১ হাজার ৫৪৫, কুমিল্লা মেডিকেল কলেজে ১ হাজার ৪৬৮, বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজে ৮৫৩, ফরিদপুর মেডিকেল কলেজে ২৫৭ ও দিনাজপুর মেডিকেল কলেজে ৪৯২ জন আবেদন করেছে। মোট ২ হাজার ৬০টি আসনের মধ্যে সাধারণ আসন ২ হাজার, মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের জন্য ৪০ ও উপজাতীয়দের জন্য ২০টি আসন সংরক্ষিত রয়েছে।

যেভাবে প্রশ্নপত্র ফাঁস হতো

অভিযোগ রয়েছে, গত কয়েক বছর মেডিকেল কলেজে ডক্টরস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ড্যাব) নেতারা প্রভাব খাটিয়ে প্রশ্নপত্র ফাঁস করে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা কামিয়েছেন। ড্যাব মহাসচিব প্রফেসর ডা. এজেডএম জাহিদ হোসেন, ড্যাব সভাপতি ডা. আজিজুল হক, বর্তমান ঢামেক প্রিন্সিপাল প্রফেসর মাহবুবুল আলমসহ অনেকেই ডিজি অফিসে পরীক্ষার আগেই তালিকা পাঠিয়ে দিতেন। মহাপরিচালকও দলীয় লোক হওয়ায় ড্যাবের ইচ্ছামাফিক কাজ করতে বাধ্য হতেন। জানা গেছে, ড্যাব নেতারা এবার ক্ষমতায় থাকতে থাকতেই মেডিকেল কলেজে ভর্তি পরীক্ষার কথা বলেছিলেন। সে অনুযায়ী ড্যাবের এক শীর্ষ নেতাকে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরির কমিটিতে রাখা হয়। কিন্তু রাজনৈতিক কর্মসূচির কারণে ও বদনামের ভয়ে আগে পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে পারেনি। কিন্তু তাদের ছক অনুযায়ী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরি ও ফাঁস হয়। সম্প্রতি এ তথ্য ফাঁস হয়ে যায়। ৩ নভেম্বর যুগান্তরে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এ প্রতিবেদন স্বাস্থ্য উপদেষ্টার দৃষ্টিগোচর হয়। তিনি প্রথমে স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক প্রফেসর ডা. মোঃ শাহাদাত হোসেনকে ওএসডি করেন। নতুন ডিজি বুধবার কাজে যোগদান করেন। মন্ত্রণালয়ের বৈঠকে পেছানো হয় পরীক্ষার তারিখ।